বার্ষিক প্রতিবেদন

(২০১৮-২০১৯)

জাতীয় আইনগত সহায়তা প্রদান সংস্থা

আইন ও বিচার বিভাগ

জাতীয় আইনগত সহায়তা প্রদান সংস্থা

আইন ও বিচার বিভাগ

আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়

জাতীয় আইনগত সহায়তা প্রদান সংস্থা একটি সংবিধিবদ্ধ সরকারি প্রতিষ্ঠান। আর্থিকভাবে অসচ্ছল, সহায় সম্বলহীন এবং নানাবিধ আর্থ-সামাজিক কারণে বিচার প্রাপ্তিতে অসমর্থ জনগোষ্ঠীকে আইনগত সহায়তা প্রদানকল্পে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার ২০০০ সালে "আইনগত সহায়তা প্রদান" আইন প্রণয়ন করে।

এ আইনের আওতায় সরকার "জাতীয় আইনগত সহায়তা প্রদান সংস্থা" প্রতিষ্ঠা করে । সরকার দরিদ্র, অসহায় মানুষের আইনের আশ্রয় ও বিচার প্রবেশাধিকার নিশ্চিত করার উদ্দেশ্যে এ সংস্থার অধীনে প্রত্যেক জেলার জজকোর্ট প্রাঙ্গনে জেলা লিগ্যাল এইড অফিস স্থাপন করেছে। জেলা লিগ্যাল এইড অফিসে সহকারী জজ/ সিনিয়র সহকারী জজ পদমর্যাদার একজন বিচারককে "লিগ্যাল এইড অফিসার" হিসেবে পদায়ন করা হয় । দেশের সর্বোচ্চ আদালতে সরকারি আইনি সেবা নিশ্চিত করার উদ্দেশ্যে স্থাপন করা হয়েছে সুপ্রীম কোর্ট লিগ্যাল এইড অফিস।

এছাড়া উপজেলা পর্যায়ে উপজেলা লিগ্যাল এইড কমিটি এবং ইউনিয়ন পর্যায়ে ইউনিয়ন লিগ্যাল এইড কমিটি গঠন করা হয়েছে। চৌকি আদালতে ও শ্রম আদালতে গঠিত হয়েছে বিশেষ কমিটি। সরকার আইনগত সহায়তা প্রদান সংস্থা'র তত্ত্বাবধানে এসব কমিটি ও লিগ্যাল এইড অফিসের মাধ্যমে আর্থিকভাবে অসচ্ছল, সহায়-সম্বলহীন এবং নানাবিধ আর্থ-সামাজিক কারণে বিচার পেতে অসমর্থ বিচারপ্রার্থী ও শ্রমজীবী জনগণকে সরকারি খরচে আইনগত সহায়তা প্রদান করছে।

সংস্থার রুপকল্প, অভিলক্ষ্য, কৌশলগত উদ্দেশ্যসমূহ এবং প্রধান কার্যাবলী

১.১.১ রুপকল্প (Vision)

সবার জন্য সমান বিচার প্রবেশাধিকার নিশ্চিত করে সুবিচার প্রাপ্তির পথ সুগম করা।

১.১.২ অভিলক্ষ্য (Mission)

আইনগত সহায়তা প্রদান আইন অনুসারে গরিব জনগণকে উচ্চ মানসম্পন্ন আইনগত সহায়তা প্রদান করা

১.১.৩ কৌশলগত উদ্দেশ্যসমূহঃ

ক. বিচার প্রাপ্তিতে অভিগম্যতা;

খ. উচ্চ মানসম্পন্ন আইনগত সহায়তা নিশ্চিতকরণ।

১.১.৪ কার্যাবলী (Function)

ক. আর্থিকভাবে অসচ্ছল,সহায়-সম্বলহীন এবং নানাবিধ আর্থ-সামাজিক কারণে বিচার প্রাপ্তিতে অসমর্থ বিচারপ্রার্থীগণের আইনগত সহায়তা পাওয়ার যোগ্যতা নিরুপণ ও উহা প্রদান সম্পর্কিত বিষয়ে নীতিমালা প্রণয়ন করা;

খ. আইনগত সহায়তা প্রদান কর্মসূচীর বিস্তার, মানোন্নয়ন ও বিকাশে বিভিন্ন প্রকল্প গ্রহণ করা;

গ. আইনগত সহায়তা প্রদানের লক্ষ্যে শিক্ষা ও গবেষণামূলক কার্যক্রম গ্রহণ ও পরিচালনা করা;

ঘ. আইনগত সহায়তা সম্পর্কে জনগণকে সচেতন করার লক্ষ্যে রেডিও, টেলিভিশন, সংবাদপত্র ও অন্যান্য মিডিয়ার মাধ্যমে ব্যাপক প্রচার করা;

ঙ. জেলা কমিটি বা বিশেষ কমিটি কর্তৃক প্রত্যাখ্যাত আবেদন বা দরখাস্ত বিবেচনা করা;

চ. সুপ্রীম কোর্ট কমিটি,জেলা কমিটি এবং বিশেষ কমিটির কার্যাবলী তদারকি ও নিয়ন্ত্রণ এবং উহাদের কার্যাবলী সরেজমিনে পরিদর্শন করা;

ছ. আইনগত শিক্ষা বিস্তারের পদক্ষেপ গ্রহণ করা;

জ. আইনগত তথ্য সহজলভ্য করা;

ঞ. ন্যায় বিচারে সহজ অভিগম্যতা নিশ্চিত করা,

ট. উপরিউক্ত দায়িত্ব ও কর্তব্যসমূহ সম্পাদনের জন্য প্রয়োজনীয় যে কোন কাজ করা ।

২. ২০১৮-২০১৯ অর্থ বছরে সরকারি আইন সহায়তা কার্যক্রমে অর্জিত সাফল্য নিম্নরূপ :

২.১ গরীব ও অসহায় ব্যক্তিদের আইনগত সহায়তা প্রদান

আর্থিকভাবে অসচ্ছল, সহায়-সম্বলহীন এবং নানাবিধ আর্থ-সামাজিক কারণে বিচার প্রাপ্তিতে অসমর্থ বিচারপ্রার্থী জনগণকে আইনগত সহায়তা প্রদানের উদ্দেশ্যে জাতীয় আইনগত সহায়তা প্রদান সংস্থা ৬৪ টি লিগ্যাল এইড অফিস, সুপ্রীম কোর্ট লিগ্যাল এইড অফিস, ০২ টি শ্রমিক আইনগত সহায়তা সেল এবং জাতীয় হেল্পলাইন কলসেন্টারের মাধ্যমে সারাদেশে আইনগত সহায়তা সংক্রান্ত সেবাসমূহ প্রদান করছে। ২০১৮-২০১৯ অর্থ বছরে সর্বমোট **১০০৮০৬** জন সুবিধাভোগী জাতীয় আইনগত সহায়তা প্রদান সংস্থা'র মাধ্যমে সরকারি আইনগত সহায়তা সেবা গ্রহণ করেছে। বিগত চারটি অর্থ বছরের তথ্য পর্যালোচনা করে দেখা যায় যে, বছর বছর সুবিধাভোগীর সংখ্যা ক্রমাগত হারে বৃদ্ধি পাচ্ছে :

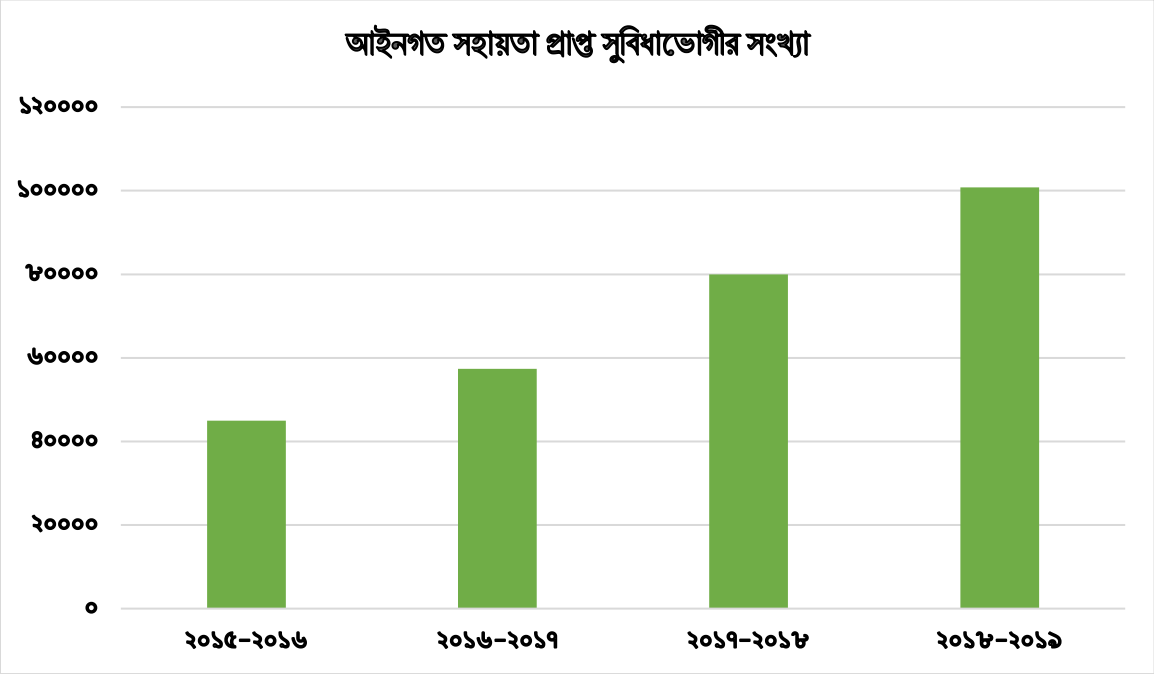

২.২ জাতীয় আইনগত সহায়তা দিবস -২০১৯ উদযাপন

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার তৃণমূল পর্যায়ে সরকারি আইনগত সহায়তা কার্যক্রম সেবার বার্তা পৌঁছে দেয়ার উদ্দেশ্যে এবং সরকারি আইনি সেবা বিষয়ে অধিকতর জনসচেতনতা সৃষ্টির লক্ষ্যে ২০১৩ খ্রিস্টাব্দে ২৮ এপ্রিল তারিখটি জাতীয় আইনগত সহায়তা দিবস হিসেবে **পালনের সিদ্ধান্ত ঘোষণা করে। প্রতি বছর ২৮ এপ্রিল** জাতীয় আইনগত সহায়তা দিবস এ **দেশব্যাপী র‍্যালি, লিগ্যাল এইড মেলা, রক্তদান কর্মসূচি, পথনাট্য, সভা-সেমিনার আয়োজনের মধ্য দিয়ে যথাযোগ্য মর্যাদায় এ দিবসটি পালন করা হয়। প্রতিবছরের ন্যায় এ বছরও ২৮ এপ্রিল ২০১৯ খ্রিস্টাব্দ তারিখে বিপুল উৎসাহ উদ্দীপনার মধ্য দিয়ে সারাদেশে জাতীয় আইনগত সহায়তা দিবস উদযাপিত হয়েছে। এ বছর দিবসটির প্রতিপাদ্য হিসেবে ঘোষণা করা হয় :**

“বঙ্গবন্ধুর সোনার বাংলায় শেখ হাসিনার অবদান
বিনামূল্যে লিগ্যাল এইডে আইনি সেবাদান।”

দিবসটি উদযাপনের লক্ষ্যে আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের আইন ও বিচার বিভাগের অধীনে জাতীয় আইনগত সহায়তা প্রদান সংস্থা ব্যাপক উদ্যোগ গ্রহণ করেছিল। জাতীয় আইনগত সহায়তা দিবসের কেন্দ্রীয় পর্যায়ে উদ্বোধনী অনুষ্ঠানটি উদ্বোধন করেন গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা । ঢাকাস্থ ইন্টারকন্টিনেন্টাল হোটেল আয়োজিত এই অনুষ্ঠানে এ অনুষ্ঠানে জাতীয় সংসদ সদস্য, দেশী-বিদেশী কুটনীতিক, দাতা সংস্থার প্রধান, উচ্চ পদস্থ সরকারি কর্মকর্তা, বিচারক, আইনজীবি নেতৃবৃন্দ, লিগ্যাল এইড মামলার প্যানেল আইনজীবী, আইন ও মানবাধিকার কর্মী, সাংবাদিক, সুশীল সমাজের প্রতিনিধি, এনজিও কর্মী প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।

সেরা লিগ্যাল এইড অফিস, সেরা প্যানেল আইনজীবী এবং সেরা বেসরকারি সংস্থা সম্মাননা পুরস্কার

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বাধীন সরকার আর্থিকভাবে অসচ্ছল, সহায়-সম্বলহীন এবং নানাবিধ আর্থ-সামাজিক কারণে বিচার প্রাপ্তিতে অসমর্থ বিচারপ্রার্থী জনগণকে আইনগত সহায়তা প্রদানের উদ্দেশ্যে প্রণয়ন করে 'আইনগত সহায়তা প্রদান আইন'-২০০০। মান-সম্পন্ন আইনগত সহায়তা প্রদান কার্যক্রমের গুণাগুন অধিকাংশ ক্ষেত্রেই লিগ্যাল এইড অফিসের দক্ষ অফিস ব্যবস্থাপনা এবং প্যানেল আইনজীবীর কর্মনিষ্ঠা ও পারদর্শিতার উপর নির্ভরশীল। একইসাথে রাষ্ট্রের তৃণমূল পর্যায়ে আইনগত সহায়তা পৌঁছে দিতে সরকারের পাশাপাশি দেশীয় বেসরকারি সংস্থাসমূহও আইনগত সহায়তা কার্যক্রম বিস্তারে রাষ্ট্রে গঠনমূলক ভূমিকা রাখছে। তাই সরকারি আইনগত সহায়তা কার্যক্রমের স্বচ্ছতা, জবাবদিহিতা, গতিশীলতা ও কার্যপরিধি বিস্তৃতির উদ্দেশ্যে উৎসাহ প্রণোদনা হিসেবে কাজের স্বীকৃতিস্বরূপ সেরা লিগ্যাল এইড অফিস, সেরা প্যানেল আইনজীবী এবং সেরা বেসরকারি সংস্থা এই তিনটি ক্যাটাগরীতে প্রথমবারের মত জাতীয় আইনগত সহায়তা দিবসে **উৎসাহ প্রণোদনা হিসেবে** সম্মাননা পুরস্কার প্রদান করা হয় –

জাতীয় আইনগত সহায়তা দিবস ২০১৯ –

সেরা বেসরকারি সংস্থা ক্যাটাগরীতে নির্বাচিত নাম : লিগ্যাল এসিসটেন্স টু হেল্পলেস প্রিজনার্স এন্ড পার্সন

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ঢাকায় হোটেল ইন্টারকন্টিনেন্টালে জাতীয় আইনগত সহায়তা দিবস উপলক্ষে আয়োজিত অনুষ্ঠানে বিভিন্ন ক্যাটাগরিতে বিশেষ সম্মাননাপ্রাপ্তদের ক্রেস্ট প্রদান করেন (রবিবার, ২৮ এপ্রিল ২০১৯)।- পিআইডি

সেরা প্যানেল আইনজীবী ক্যাটাগরীতে নির্বাচিত নাম :

নরজিংদী জেলা লিগ্যাল এইড অফিসের প্যানেল আইনজীবী বিজ্ঞ এডভোকেট মোসা: ফাতেমা বেগম।

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ঢাকায় হোটেল ইন্টারকন্টিনেন্টালে জাতীয় আইনগত সহায়তা দিবস উপলক্ষে আয়োজিত অনুষ্ঠানে বিভিন্ন ক্যাটাগরিতে বিশেষ সম্মাননাপ্রাপ্তদের ক্রেস্ট প্রদান করেন (রবিবার, ২৮ এপ্রিল ২০১৯)।- পিআইডি

এবং সেরা লিগ্যাল এইড অফিস ক্যাটাগরীতে নির্বাচিত নাম : জেলা লিগ্যাল এইড অফিস , বরিশাল।

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ঢাকায় হোটেল ইন্টারকন্টিনেন্টালে জাতীয় আইনগত সহায়তা দিবস উপলক্ষে আয়োজিত অনুষ্ঠানে বিভিন্ন ক্যাটাগরিতে বিশেষ সম্মাননাপ্রাপ্তদের ক্রেস্ট প্রদান করেন (রবিবার, ২৮ এপ্রিল ২০১৯)।- পিআইডি

এছাড়া সমগ্র দেশে প্রতিটি জেলায় জাতীয় আইনগত সহায়তা দিবস উপলক্ষ্যে সরকারি আইনগত সহায়তা কার্যক্রম বিষয়ক পোস্টার সাটাঁনোর পাশাপাশি ব্যানার ও ফেস্টুন টানানো হয়েছে এবং জনগণের মাঝে লিফলেট বিলি করা হয়েছে। বিভিন্ন সংবাদপত্রে লিগ্যাল এইড বিষয়ক সম্পাদকীয়, প্রবন্ধ, নিবন্ধ ইত্যাদি প্রকাশিত হয়েছে। বাংলাদেশ টেলিভিশনসহ অন্যান্য বেসরকারি স্যাটেলাইট টেলিভিশনে সরকারি আইন সহায়তা কার্যক্রম বিষয়ক তথ্যচিত্র ও টক শো প্রচারিত হয়েছে। কেন্দ্রীয় অনুষ্ঠানমালা ছাড়াও জেলা পর্যায়ে ৬৪টি জেলা লিগ্যাল এইড কমিটির উদ্যোগে র‍্যালি, আলোচনা সভা, লিগ্যাল এইড মেলা, স্বেচ্ছা রক্তদান কর্মসূচি, সেরা প্যানেল আইনজীবী পুরস্কার প্রদান, পোস্টারিং, মাইকিং, ম্যাগাজিন বা দেয়ালিকা প্রকাশ, শর্ট ফিল্ম বা ডকুমেন্টারি প্রদর্শনী ইত্যাদি অনুষ্ঠানমালার আয়োজন করা হয়েছে। এছাড়া আইন ও মানবাধিকার নিয়ে কাজ করা এনজিও ও সংস্থাসমূহ তৃণমূল পর্যায়ে দিবসটি উপলক্ষে বিভিন্ন কর্মসূচি পালন করেছে।

২.৩ আইনী পরামর্শ

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার অসহায়, দরিদ্র, নির্যাতিত সকল শ্রেণীর মানুষের বিচার প্রবেশ অধিকারকে সর্বোচ্চ গুরুত্ব আরোপ করে সর্বোত্তম সহজ পন্থায় আইনি সেবা প্রাপ্তি নিশ্চিত করার লক্ষ্যে "সরকারি আইনি সেবার মানোন্নয়নে সহায়তা প্রদান" প্রকল্পের আওতায় সরকারী অর্থায়নে ২০১৫-২০১৬ অর্থবছরে সংস্থার কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে সরকারি আইনি সহায়তায় জাতীয় হেল্পলাইন ১৬৪৩০ কলসেন্টার স্থাপন করে। ২৮ এপ্রিল, ২০১৬ খ্রিঃ জাতীয় আইনগত সহায়তা দিবসে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা "সরকারি আইনি সহায়তায় জাতীয় হেল্পলাইন -১৬৪৩০"এর শুভ উদ্বোধন করেন। উদ্বোধনের পর থেকেই উক্ত টোল ফ্রী ১৬৪৩০ হেল্পলাইন নম্বরে সারা দেশ হতে অগণিত অসহায় ও সাধারণ মানুষ আইনি পরামর্শ ও তথ্যের জন্য ফোন কল করে যাচ্ছে। এ কলসেন্টার হতে বর্তমানে অফিস চলাকালীন সময়ে আইনগত পরামর্শ, তথ্যসেবা ও লিগ্যাল কাউন্সিলিং সেবাসমূহ দেয়া হচ্ছে যা অসহায় মানুষের আইনি অধিকার সুরক্ষায় কার্যকর অবদান রাখছে। ২০১৮-২০১৯ অর্থ বছরে এ কলসেন্টার থেকে ৩৩৯৭৯ জন ব্যক্তি আইনগত পরামর্শ ও তথ্যসেবা গ্রহণ করেছে।

২০১৮-১৯ অর্থ বছর	জাতীয় হেল্পলাইন কলসেন্টার থেকে আইনী পরামর্শ গ্রহণকারীর পরিসংখ্যান				
	নারী	পুরুষ	শিশু	তৃতীয় লিঙ্গ	**মোট**
	৭৭৬৭	২৫৪৯৫	৬৫১	১৬	**৩৩৯৭৯**

সরকারি আইনগত সহায়তায় জাতীয় হেল্পলাইন কলসেন্টার

১৬৪৩০

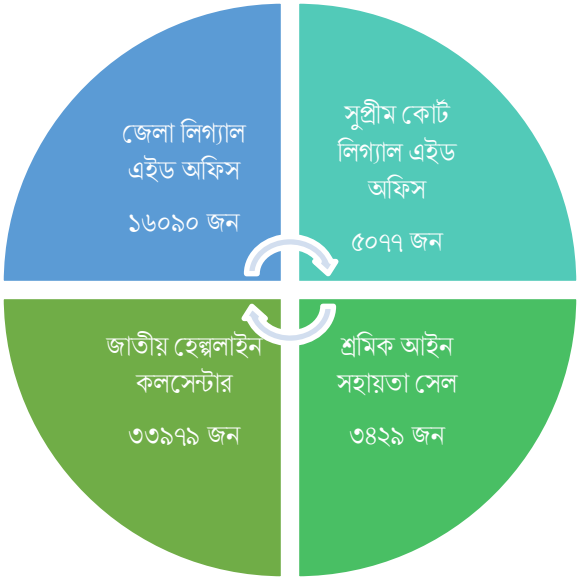

শুধু কলসেন্টার নয়, জেলা লিগ্যাল এইড অফিস, সুপ্রীম কোর্ট লিগ্যাল এইড অফিস এবং শ্রমিক আইন সহায়তা সেল কার্যালয়সমূহ থেকেও আইনী পরামর্শ প্রদান করা হয়। আইনগত সহায়তা প্রদান নীতিমালা ২০১৪ অনুসারে সরকারি আইনগত সহায়তা কার্যক্রমের আওতায় যেকোন ব্যক্তি আইনী পরামর্শ সেবা গ্রহণ করতে পারে। ২০১৮-২০১৯ অর্থ বছরে সর্বমোট **৫৪,৫৭৫** জন ব্যক্তি আইনী পরামর্শ সেবা গ্রহণ করেছে।

২.৪ বিকল্প বিরোধ নিষ্পত্তি পদ্ধতি (এডিআর) বাস্তবায়ন

বিকল্প পদ্ধতিতে বিরোধ নিষ্পত্তি সারা বিশ্বে দিন দিন জনপ্রিয় হয়ে উঠেছে। শান্তিপূর্ণ উপায়ে বিরোধীয় পক্ষগণের সম্মতিতে একটি সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়ায় বিকল্প বিরোধ নিষ্পত্তি। বাংলাদেশে সু-দীর্ঘকাল যাবৎ মিমাংসা মধ্যস্থতা কার্যক্রম পরিচালনার জন্য আদালত ব্যতিত আইন সম্মত অন্য কোন প্রতিষ্ঠানের অস্তিত্ব দৃশ্যমান ছিল না। আইন ও বিচার বিভাগের অধীনে জাতীয় আইনগত সহায়তা প্রদান সংস্থার জেলা লিগ্যাল এইড অফিস প্রথম আইন স্বীকৃত প্রতিষ্ঠান যা মিমাংসা বা মধ্যস্থতার মাধ্যমে পক্ষগণের মধ্যকার বিরোধ নিষ্পত্তি করতে পারে। এই উদ্দেশ্য বাস্তবায়নে

সংস্থার উদ্যোগে আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী ২০১৩ সালে আইনগত সহায়তা প্রদান আইন, ২০০০ এর সংশোধনী বিল জাতীয় সংসদে উত্থাপন করেন এবং সর্বসম্মতিক্রমে সংসদে পাশ হওয়ার মাধ্যমে ২০১৩ সালের ৬২ নং আইন বলে ২১ (ক) ধারা এ আইনে অন্তর্ভূক্ত করা হয়। এর পরবর্তীতে আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের আইন ও বিচার বিভাগ ৯ই ফেব্রুয়ারী, ২০১৫ খ্রি: তারিখে "আইনগত সহায়তা প্রদান (আইনী পরামর্শ ও বিকল্প বিরোধ নিষ্পত্তি) বিধিমালা, ২০১৫" প্রজ্ঞাপন জারী করে। এ আইন ও বিধিমালার আলোকে জেলা লিগ্যাল এইড অফিসার মামলা দায়ের করার পূর্বে এবং চলমান মামলায় উভয় ক্ষেত্রেই আপোষ মিমাংসা মাধ্যমে বিকল্প পদ্ধতিতে মধ্যস্থতার মাধ্যমে বিরোধ বা মামলা নিষ্পত্তির জন্য আইনগতভাবে ক্ষমতাপ্রাপ্ত হন।

২০১৮-২০১৯ অর্থ বছরে জেলা লিগ্যাল এইড অফিসসমূহ বিকল্প পদ্ধতিতে মধ্যস্থতার মাধ্যমে ১০,৩৭৫ জন সুবিধাভোগীকে এডিআর এর সুফল প্রদানের মাধ্যমে ৮,২৫,০২,২৭০ (আট কোটি পচিঁশ লক্ষ দুই হাজার দুইশত সত্তর) টাকা ক্ষতিগ্রস্থ পক্ষে আদায় করে দিতে সক্ষম হন। এ বছর লিগ্যাল এইড অফিসারের মধ্যস্থতায় সফল বিকল্প বিরোধ নিষ্পত্তি হওয়ার পরবর্তীতে এডিআর উপকারভোগী পক্ষগণ আদালত থেকে ২৪৩ টি চলমান মামলা উত্তোলন করে।

রাজশাহী লিগ্যাল এইড অফিসে একটি চলমান এডিআরের চিত্র;

ময়মনসিংহ লিগ্যাল এইড অফিসের একটি সমাপ্ত এডিআরের চিত্র;

সফল মধ্যস্থতার মাধ্যমে তিনটি অবুঝ শিশু হাসিমুখে ফিরে গেল বাবা- মা' র সাথে নিজ পরিবারে।

২.৫ উচ্চ আদালতে আইনগত সহায়তা

২০১৫ সালে আনুষ্ঠানিকভাবে **"সুপ্রীম কোর্ট লিগ্যালে এইড অফিস"** বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্ট প্রাঙ্গনে বার কাউন্সিল ভবনের সন্নিকটে স্থাপন করা হয়। ২০১৮-২০১৯ অর্থ বছরে সুপ্রীম কোর্ট লিগ্যাল এইড অফিস ৫০৭৭ জন ব্যক্তিকে আইনগত পরামর্শ প্রদান করে, উচ্চ আদালতের ১৯৯ টি মামলায় আইনগত সহায়তা প্রদান করে।

২.৬ শ্রমিক আইনগত সহায়তা সেল

অসহায় শ্রমিকদের আইনগত সহায়তা নিশ্চিত করার উদ্দেশ্যে ২০১৩ সাল থেকে ঢাকায় শ্রম আদালত ভবনে স্থাপন করা হয় শ্রমিক আইনগত সহায়তা সেল এবং পরবর্তীতে ২০১৬ সালে চট্টগ্রামে স্থাপন করা হয় আরেকটি শ্রমিক আইনগত সহায়তা সেল। ২০১৮-২০১৯ অর্থ বছরে ঢাকা ও চট্টগ্রাম শ্রমিক আইনগত সহায়তা সেল ৩৪২৯ জন অসহায় শ্রমিককে আইনগত পরামর্শ প্রদান করে, ৪১২ টি শ্রম মামলায় আইনগত সহায়তা প্রদান করে এবং শ্রমিক ও মালিকপক্ষের মধ্যে ৫৩৫ টি মধ্যস্থতার উদ্যোগ গ্রহণ করে অসহায় শ্রমিকদের পক্ষে ৮৯,০৬,২০৫/- (উননব্বই লক্ষ ছয় হাজার দুইশত পাচঁ) টাকা ক্ষতিপূরণ আদায় করে দিয়েছে।

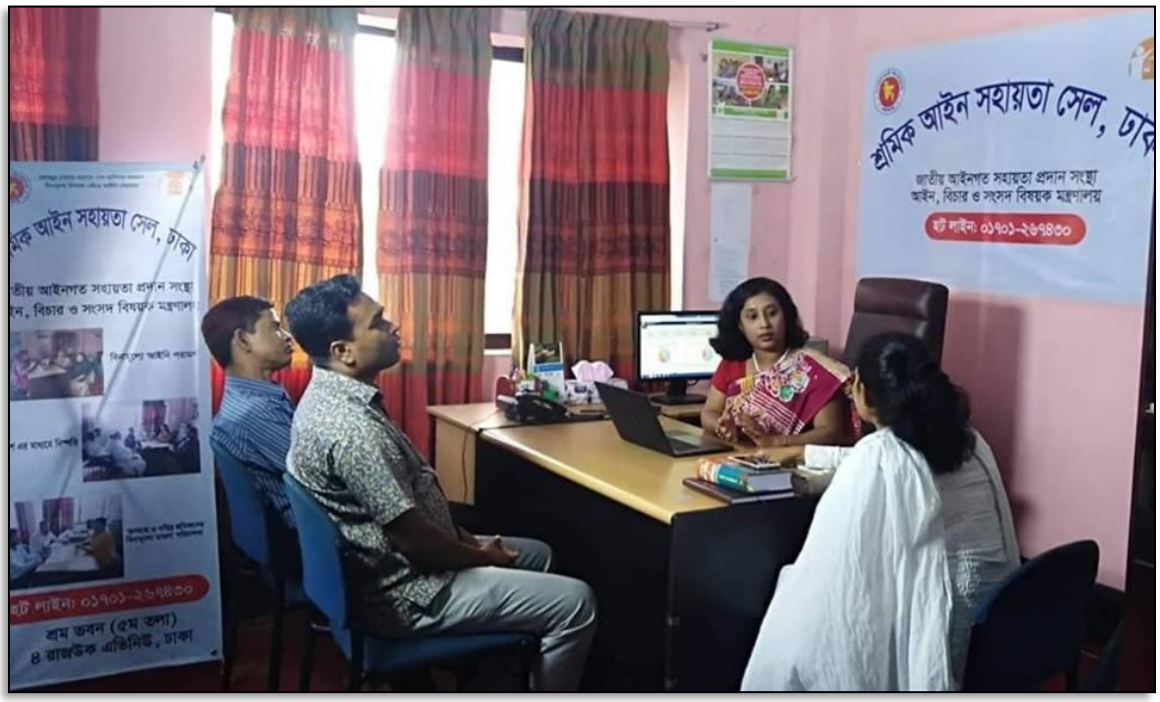

শ্রমিক আইন সহায়তা সেল, ঢাকা কার্যালয়ে চলমান বিকল্প বিরোধ নিষ্পত্তি কার্যক্রমের একটি চিত্র।

২.৭ সরকারি আইনগত সহায়তা কার্যক্রমের সাথে সম্পৃক্ত কর্মকর্তাদের প্রশিক্ষণ

গুণগত মানসম্পন্ন আইনগত সহায়তা সেবা নিশ্চিত করার লক্ষ্যমাত্রা নিয়ে ২০১৮-২০১৯ অর্থ-বছরে জাতীয় আইনগত সহায়তা প্রদান সংস্থা নিজস্ব এবং বিভিন্ন উন্নয়ন সহযোগী ও বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থার সহযোগিতায় লিগ্যাল এইড অফিসার, সংস্থার কর্মকর্তাগণকে লিগ্যাল এইড অফিস ম্যানেজমেন্ট, আইসিটি, অর্থ ব্যবস্থাপনা , মেডিয়েশন ইত্যাদি বিবিধ বিষয়ে ধারাবাহিকভাবে নিয়মিত প্রশিক্ষণের আয়োজন করেন। ২০১৮-১৯ অর্থ বছরে ৩২৮ জন কর্মকর্তাকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়।

RESTORATIVE JUSTICE (RJ) APPROACH IN MEDIATION

প্রশিক্ষন উদ্বোধনী অনুষ্ঠানের একটি চিত্র

(বিচার প্রশাসন প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট: ২৬-২৭ জুন, ২০১৯)

২.৮ লিগ্যাল এইড অফিস স্টাফদের প্রশিক্ষণ প্রদান

জাতীয় আইনগত সহায়তা প্রদান সংস্থা শুধুমাত্র কর্মকর্তাদের নয়, পাশাপাশি দক্ষ কর্মচারী গড়ে তোলার লক্ষ্যমাত্রা নিয়ে ২০১৮-১৯ অর্থ বছরে জাতীয় আইনগত সহায়তা প্রদান সংস্থার আওতাধীন সমগ্র দেশের ৬৪ টি জেলার অফিস সহকারী কাম কম্পিউটার মুদ্রাক্ষরিকগণ-কে সংস্থা নিজস্ব এবং বিভিন্ন উন্নয়ন সহযোগী ও বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থার সহযোগিতায় ঢাকায় লিগ্যাল এইড অফিসের দৈনন্দিন মৌলিক অফিস ব্যবস্থাপনা, ডিজিটাল সফটওয়্যার আইসিটি বিষয়ক প্রশিক্ষণ, আর্থিক ব্যবস্থাপনা ও বিভিন্ন ফরম-রেজিস্টার রক্ষণাবেক্ষণ বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান করে। প্রশিক্ষণ কর্মশালায় প্রশিক্ষণার্থীগণকে এসব বিষয়ে হাতে কলমে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়।

ডিজিটাল ডাটাবেজ এবং অফিস ম্যানেজম্যান্ট সফটওয়্যার বিষয়ে কর্মচারীদের প্রশিক্ষণ প্রদানের একটি চিত্র

২.৯ আইনগত সহায়তা বিষয়ে প্যানেল আইনজীবী উদ্বুদ্ধকরণ কার্যক্রম

সরকারি আইনগত সহায়তা কার্যক্রম বাস্তবায়নে প্যানেল আইনজীবী'র ভূমিকা অতন্ত্য গুরুত্বপূর্ণ। প্যানেল আইনজীবী যদি যথাযথ দায়িত্বের সাথে অসহায় বিচারপ্রার্থীর মামলা আদালতে উপস্থাপন করেন তাহলে গুণগত মানসম্পন্ন আইনি সেবা নিশ্চিত করা সম্ভব। এ উদ্দেশ্য বাস্তবায়নে প্যানেল আইনজীবীদের এই সেবামূলক কার্যক্রমে উদ্বুদ্ধকরণ উদ্দেশ্যে জেলা পর্যায়ে বিভিন্ন সভা, কর্মশালা আয়োজন করা হয়ে থাকে। ২০১৮-২০১৯ অর্থ বছরে সারা দেশে ৩৭৮ জন প্যানেল আইনজীবী এ উদ্বুদ্ধকরণ কর্মসূচীতে অংশগ্রহণ করেছে।

কিশোরগঞ্জ জেলা লিগ্যাল এইড অফিসে প্যানেল আইনজীবীদের সাথে যৌথ সভার একটি চিত্র

২.১০ জেলা লিগ্যাল এইড অফিস পরিদর্শন

২০১৮-১৯ অর্থ বছরে জেলা লিগ্যাল এইড অফিসের মাধ্যমে জেলা পর্যায়ে পরিচালিত কার্যক্রম গতিশীল করতে এবং তৃণমূল পর্যায়ে সরকারি আইনগত সহায়তা আরো কার্যকরভাবে গণমুখী করার লক্ষ্যে সংস্থা কর্তৃক প্রায় ৮ টি জেলার জেলা লিগ্যাল এইড অফিস সরেজমিনে পরিদর্শন করা হয়। এতে করে সারাদেশে লিগ্যাল এইড অফিস কার্যক্রম আরো গতিশীল ও কার্যকর হয়, যা উক্ত অফিসকে অধিকতর জনবান্ধব প্রতিষ্ঠানে রূপান্তরিত করে।

মো: আমিনুল ইসলাম, পরিচালক (সিনিয়র জেলা জজ),
জাতীয় আইনগত সহায়তা প্রদান সংস্থা ,
যশোর লিগ্যাল এইড অফিস পরিদর্শনের একটি চিত্র।

২.১১ লিগ্যাল এইড কমিটির অনুকূলে অর্থ বরাদ্দ

২০১৮-২০১৯ অর্থ বছরে ৬৪ টি জেলা লিগ্যাল এইড কমিটি এবং সুপ্রীম কোর্ট লিগ্যাল এইড কমিটির অনুকূলে ৪,০৪,৯৪,২২৮/- (চার কোটি চার লক্ষ চুরানব্বই হাজার দুইশত আটাশ) টাকা বরাদ্দ প্রদান করা হয়েছে।

২.১২ প্রকাশনা

সরকারি আইনগত সহায়তা কার্যক্রম সম্পর্কে জনসচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে সংস্থা প্রতিবছর নিজস্ব ও বিভিন্ন দাতা সংস্থার সহযোগিতায় প্রচারণা সহায়ক প্রকাশনা করে থাকে। প্রকাশনা সামগ্রীর অন্যতম ক্যালেন্ডার, ডায়েরী, লিফলেট, পোস্টার, ভিডিও তথ্যচিত্র ইত্যাদি। ২০১৮-২০১৯ অর্থ বছরে প্রায় ৪০,০০০ হাজার প্রচারণা সামগ্রী প্রস্তুত ও সারাদেশে বিতরণ করা হয় এবং সরকারি আইনগত সহায়তা কার্যক্রমের সফলতার উপর বাংলা ও ইংরজী ভাষায় দুইটি তথ্যচিত্র নির্মাণ করা হয়।

৩. জাতীয় আইনগত সহায়তা প্রদান সংস্থার ২০১৮-১৯ অর্থ বছরে উল্লেখযোগ্য অগ্রগতিসমূহঃ

- সরকারি আইনি সেবার যাবতীয় তথ্য ও কার্যক্রম ডিজিটাল ডাটাবেইজ সিস্টেমে সংরক্ষণের উদ্দেশ্যে ‘লিগ্যাল এইড অফিস ম্যানেজমেন্ট সফটওয়্যার’ নির্মান করা হয়েছে। এ সফটওয়্যার মাধ্যমে সংস্থার অধীনস্থ সকল লিগ্যাল এইড অফিসে সরকারি আইনি সেবা সংক্রান্ত যেসকল কাযর্ক্রমসমূহ বাস্তবায়িত হবে, সে সকল কার্যক্রমের যাবতীয় তথ্য, উপাত্ত, পরিসংখ্যান ও বিবরণ অনলাইন সিস্টেমে সংরক্ষিত হবে এবং সংস্থার কেন্দ্রীয় কার্যালয় অনলাইন সিস্টেমের মাধ্যমে সকল লিগ্যাল এইড অফিসের কার্যক্রম

পর্যবেক্ষণ করতে পারবে, যা গুণগত মানসম্পন্ন লিগ্যাল এইড ব্যবস্থাপনা মনিটরিং বা তদারক করতে সহায়ক ।

- **"লিগ্যাল এইড অফিস ম্যানেজমেন্ট"** সফটওয়্যার বাস্তবায়নের নিমিত্তে প্রতিটি জেলা লিগ্যাল এইড অফিসে ০১ টি করে ল্যাপটপ, প্রিন্টার, স্ক্যানার, ওয়েবক্যাম, প্রজেক্টর, কম্পিউটার টেবিল এবং হটলাইন হিসেবে ব্যবহারের জন্য সিমকার্ডসহ একটি অত্যাধুনিক মোবাইল ফোন প্রদান করা হয়েছে।

- BD Legal Aid এ্যাপস সফটওয়্যার তৈরী করা হয়েছে। যা সরকারি আইনগত সহায়তা কার্যক্রমের প্রচার ও প্রাপ্তির ক্ষেত্রে ডিজিটাল মাধ্যম হিসেবে কাজ করবে।

- ২০১৮ সালে সংস্থার প্রধান কার্যালয়সহ ৬৪টি জেলা লিগ্যাল এইড অফিস, সুপ্রীমকোর্ট লিগ্যাল এইড অফিস এবং ঢাকা ও চট্টগ্রামে স্থাপিত ০২টি শ্রমিক আইন সহায়তা সেলসহ সর্বমোট ৬৮ টি কার্যালয়ে BTCL এর উচ্চগতি সম্পন্ন ডেডিকেটেড ইন্টারনেট সংযোগ প্রদান করা হয়েছে।

- মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের নির্দেশনা মোতাবেক সংস্থার প্রধান কার্যালয়সহ অধীনস্থ সকল অফিসের দাপ্তরিক কাজে ব্যবহারের জন্য বাংলাদেশ কম্পিউটার কাউন্সিল (BCC) এর সহায়তায় অফিসিয়াল ই-মেইল ডোমেইন তৈরী করা হয়েছে এবং প্রতিটি দপ্তর অফিসিয়াল ই-মেইল ই-যোগাযোগ মাধ্যম হিসেবে ব্যবহার করছে।

- ২০১৮-১৯ অর্থ বছরে জাতীয় আইনগত সহায়তা প্রদান সংস্থা এবং এর অধীনস্থ ৬৪টি জেলা লিগ্যাল এইড অফিস ও সুপ্রীম কোর্ট লিগ্যাল এইড অফিসের মাধ্যমে সারাদেশে মোট ৪১৯ টি লিগ্যাল এইড বিষয়ক সচেতনতামূলক অনুষ্ঠান (সভা/সেমিনার/কর্মশালা/প্যানেল আইনজীবী/বিচার প্রার্থীর সাথে সভা/উঠান বৈঠক/ গণশুনানী/ ভিডিও কনফারেন্স) আয়োজন করা হয়। আইনগত সহায়তা বিষয়ক এই সকল সচেতনতামূলক অনুষ্ঠানের মাধ্যমে ৩৩,৯২১ জন অংশগ্রহণকারীকে সরকারি আইনগত সহায়তা সেবা এবং বিভিন্ন আইন বিষয়ে সচেতন করা হয়।

এক নজরে ২০১৮-১৯ অর্থ বছর

সরকারি আইনি সহায়তা কার্যক্রমের তথ্য পরিসংখ্যান

সময়ঃ (২০১৮-১৯ অর্থ বছর)

সেবা প্রদানকারী অফিসের নাম	আইনি পরামর্শ সেবা	মামলায় সহায়তা	বিকল্প বিরোধ নিষ্পত্তি সেবা		মোট (জন)	ক্ষতিপূরণ আদায় (টাকা)
৬৪ টি জেলা লিগ্যাল এইড অফিস	১৬০৯০	৩২৯৭০	৮১১৫		৫৭১৭৫	৮২৫০২২৭০
সুপ্রীম কোর্ট লিগ্যাল এইড অফিস	৫০৭৭	১৯৯			৫২৭৬	
সরকারি আইনি সহায়তায় জাতীয় হেল্পলাইন কলসেন্টার (টোলফ্রি-"১৬৪৩০"	৩৩৯৭৯				৩৩৯৭৯	
ঢাকা ও চট্টগ্রাম শ্রমিক আইনগত সহায়তা সেল	৩৪২৯	৪১২	৫৩৫		৪৩৭৬	৮৯০৬২০৫
লিগ্যাল এইড প্রাপকের সর্বমোট সংখ্যা					১,০০,৮০৬ (এক লক্ষ আটশত ছয় জন)	৯,১৪,০৮,৪৭৫/- (নয় কোটি চৌদ্দ লক্ষ আট হাজার চারশত পঁচাত্তর) টাকা

সার্বিক চিত্র ২০০৯-২০১৯ অর্থ বছর

সরকারি আইনি সহায়তা কার্যক্রমের তথ্য পরিসংখ্যান

সময়ঃ ২০০৯ খ্রিস্টাব্দ হতে জুন, ২০১৯ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত

সেবা প্রদানকারী অফিসের নাম	আইনি পরামর্শ সেবা	মামলায় সহায়তা	বিকল্প বিরোধ নিষ্পত্তি সেবা	হট লাইনের মাধ্যমে তথ্য সেবা প্রদান	মোট (জন)	ক্ষতিপূরণ আদায় (টাকা)
৬৪ টি জেলা লিগ্যাল এইড অফিস	৫০২০৬	২৪২৪৯২	১৮৮৩৮	১৭৩২৮	৩২৮৮৬৪	১৮,০৮,৩৯,২২৫/-
সুপ্রীম কোর্ট লিগ্যাল এইড অফিস	১৬০৭১	২৪৬৭			১৮৫৩৮	
সরকারি আইনি সহায়তায় জাতীয় হেল্পলাইন কলসেন্টার (টোলফ্রি- “১৬৪৩০”	৬৬৮৬৫				৬৬৮৬৫	
ঢাকা ও চট্টগ্রাম শ্রমিক আইনগত সহায়তা সেল	১২৩০৩	২৫১৩	১৬৯০		১৬৫০৬	২,৫৮,৪৩,৮১৯/-
লিগ্যাল এইড প্রাপকের সর্বমোট সংখ্যা					**৪,৩০,৭৭৩ (চার লক্ষ ত্রিশ হাজার সাতশত তিয়াত্তর জন)**	**২০,৬৬,৮৩,০৪৪/-** (বিশ কোটি ছিষট্টি লক্ষ তিরাশি হাজার চুয়াল্লিশ) টাকা

(উৎস: মনিটরিং শাখা, জাতীয় আইনগত সহায়তা প্রদান সংস্থা)